82

দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

চাকরি পাবো কোথায়

অনার্স ও এম কম-এ ফার্স্ট ক্লাস তবু বেকার

খায়রুল আনোয়ার ঃ "একটি চাকরি চাই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শিখে বেরিয়েছি। পরিশ্রম করতে রাজী আছি। একটির পর একটি দরখাস্ত লিখে চলেছি। তবু চাকরি জুটছে না। দরখাস্ত লিখে লিখে এখন ক্লান্ত। পোস্টাল অর্ডারের টাকা যোগাড় করতেও এখন কষ্ট হয়। মনে হয় এ জীবনে কোনদিনই আর চাকরি হবে না।"

কথাগুলো কয়েকজন বেকার যুবকের। কারো নাম আমিন, কারো নাম রাশেদ, কারো নাম শামসু। এরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ ডিগ্রী নিয়েছেন। কেউ কেউ কৃতী ছাত্র ছিলেন। বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছেন, পরীক্ষার ফলের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনে প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন। অনেক স্বপ্ন অনেক আশা নিয়ে লেখাপড়া শেষ করেছেন। এখন একটি চাকরি চাইছেন। চাকরি চাইছেন স্বজনদের নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য। বাড়ি থেকে বাবার চিঠি আসে চাকরির খবর জানতে চেয়ে। বাবা-মা আশা নিয়ে বসে আছেন, ছেলে চাকরি করে সংসারে কিছু সাহায্য করবে। অথচ অসহায় ছেলে টিউশনী সম্বল করে মেসবাড়িতে থেকে কোন রকমে নিজের জীবন টেনে নিয়ে চলেছে।

সুদীর্ঘ আট বছর ধরে চাকরির সন্ধান করেও চাকরি পাননি এমন বেকারের সঙ্গে আলাপ হল। শতাধিক চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েও চাকরি মেলেনি এমন যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। সবাই তাদের জীবনের করুণ কাহিনীর কথা জানালেন। তারা বললেন ঃ এমপ্লয়-মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছি, একটির পর একটি ইন্টারভিউ দিয়েছি। অফিসে অফিসে গিয়ে চাকরি খুঁজেছি। তবু চাকরি হয়নি। আমাদের চাকরি নেই, রোজগার নেই। পরিবারের প্রতি কোন দায়িত্বই আমরা পালন করতে পারছি না। মাঝে মাঝে নিজেদেরকে বড় অপাংক্তেয় মনে হয়।

(৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

অনার্স ও এম কম-এ ফার্স্ট ক্লাস তবু বেকার

(প্রথম পাতার পর)

রাশেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে '৮৮ সালে ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়েছেন। পাঁচ বছরে চাকরির জন্য প্রায় শতাধিক দরখাস্ত করেছেন। রাশেদ জানালেন, বারশ টাকা বেতনের চাকরি থেকে শুরু করে সব ধরনের চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছেন। কিন্তু চাকরি হয়নি। একবার বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মৌখিক পরীক্ষায়ও অংশ নেন। কিন্তু চাকরি হয়নি। রাশেদ জানালেন ঃ গ্রামের বাড়িতে তার বাবা-মা ও ছোট তিনটি ভাই-বোন আছে। বাবা একজন সাধারণ কৃষক। বাড়ির বড় ছেলে বলে সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। রাশেদের সম্বল দু'টি টিউশনী। টিউশনী থেকে রাশেদের ১৮শ টাকা আয় হয়। রাশেদ গোপীবাগের একটি মেসবাড়িতে থাকেন। টিউশনীর টাকা নিজের খরচেই শেষ হয়ে যায়। রাশেদ বললেন, "মেসের জীবন দুঃসহ যন্ত্রণার মত মনে হয়। এনজিওতে একটা চাকরির জন্য কতজনকে ধরেছি। চাকরির আশা ছেড়ে দিয়ে এখন চরম মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আছি।"

ঈশ্বরদী পাকুরিয়া গ্রামের শামসুল ইসলাম। '৮৮ সালে চট্টগ্রামের বিআইটি থেকে মেকানিক্যালে ইঞ্জিনিয়ারিং (বিএসসি) ডিগ্রী লাভ করেন। পাস করার পর থেকে এ পর্যন্ত তিতাস গ্যাস, বিজেএমসি, সড়ক ও জনপথ, বাংলাদেশ বিমান, বিএডিসি, আবহাওয়া অধি-দফতর, ওয়াসা, বিসিআইসি, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিসিএস, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডসহ শতাধিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছেন। কিন্তু কোথাও শামসুল ইসলামের চাকরি হয়নি। শামসুর বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরে। ওরা দুই ভাই, পাঁচ বোন। শামসু চেয়েছিলেন টানাটানির সংসারে কিছুটা সাহায্য করতে। কিন্তু শামসুর সে সাধ থাকলেও সাধ্য হচ্ছে না।

আল আমিন রাজশাহী বোর্ড থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাউন্টিং-এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী এবং এম কম পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। দু'টি প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়েছেন। হাজার হাজার প্রার্থীর সঙ্গে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন। আমিন বললেন, আশা ছিল চাকরি হবে, কিন্তু চাকরি হয়নি। আমিন দুঃখ করে আরো বললেন, বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান লাভ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট - সব কিছুই এখন বৃথা মনে হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে '৮৮ সালে লোকপ্রশাসনে মাস্টার্স ডিগ্রী পাস করেন ইমরান। এসএসসি ও এইচএসসি, দু'টি পরীক্ষাতেই তার প্রথম বিভাগ। গত চার বছর ধরে ইমরান চাকরির জন্য একের পর এক দরখাস্ত লিখে চলেছেন। এ পর্যন্ত ছোট-খাট চাকরিসহ দুই শতাধিক চাকরির পরীক্ষা দিয়েছেন। হাজারীবাগের একটি মেসের বাসিন্দা ইমরান ২/৩ টা টিউশনী করেন। বাবা-মার একমাত্র ছেলে ইমরানের গ্রামের বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা এবং বোনেরা থাকেন। ইমরানকে টিউশনির আয় থেকে নিজের খরচ চালিয়ে বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয়। ইমরানের প্রশ্ন, টিউশনী করেই কি জীবন কাটিয়ে দিতে হবে?

শহীদুল ইসলাম ফিন্যান্স-এ মাস্টার্স ডিগ্রী পাস করেন। শিক্ষাজীবনে তিনটি প্রথম শ্রেণী আছে। এ পর্যন্ত ৭০/৮০ টা ইন্টারভিউ দিয়েছেন। এমনকি একটি মন্ত্রণালয়ের উচ্চমান সহ-কারীর পদ, যার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয় এইচএসসি পাস, সেখানেও পরীক্ষা দিয়েছেন। শহীদ জানালেন, এ পর্যন্ত যত-গুলো চাকরির লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন তার সবগুলোতেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিটি পরীক্ষায় 'ভাইভা' পর্যন্ত গিয়েছেন। কিন্তু চাকরি হয়নি।

সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার মিন্টু মোস্তফা। '৮৪ সালে আইকম পাস করেন। মিন্টুর বাবা নেই। মিন্টু বললেন, "বড়ভাই সংসারের একমাত্র চাকুরে। তার আলাদা সংসার রয়েছে। আমার নিকট-আত্মীয় সবাই গরীব ও কৃষক। আইকম পাস করার পর দু'টি বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়েছি। কিন্তু শত চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত একটি চাকরি মেলেনি। বর্তমানে আমার ঠিকানা কমলাপুর রেলওয়েস্টেশন, সম্পূর্ণ ভাসমান মানুষ। পেশা দিনমজুরী।" মিন্টু কান্নাজড়িত কণ্ঠে আরো বললেন, "এ জীবন আজ বড় অসহায়। এর থেকে মুক্তি চাই। স্যার, আমার দুঃখের কথা যদি দয়া করে লেখেন তবে আমার বিশ্বাস আমি মুক্তি পাব। আমি সহজ জীবন নিয়ে বাঁচতে চাই। চাই একটা কাজ।"

বেকার যুবকরা তাদের বেকার জীবনের আরো বিড়ম্বনার কথা জানালেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়েন, পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে হল ছাড়তে হয়। অনেকের বাড়ি থেকে টাকা আসাও বন্ধ হয়ে যায়। হল ছেড়ে অধিকাংশকেই উঠতে হয় মেসবাড়িতে। সেখানে মাস শেষে ভাড়া গুনতে হয়। যারা টিউশনী করেন তারা কোন রকমে নিজের খরচটা চালিয়ে নেন। তবে টিউশনী প্রসঙ্গে তারা বললেন, ছাত্র অবস্থায় টিউশনী করতে ভালই লাগে, নিজের পড়ার খরচ নিজে যোগাড় করছি ভেবে। কিন্তু শিক্ষাজীবন শেষে চাকরির অভাবে টিউশনীর ওপর নির্ভর করে চলতে খারাপ লাগে।

বেকার যুবকরা আরো জানালেন, একদিকে বেকার জীবনের অর্থকষ্ট। অন্যদিকে চাকরির দরখাস্ত করতে গেলে অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। প্রতিটি দরখাস্তের সঙ্গে গড়ে ১০০ বা ৫০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট বা পোস্টাল অর্ডার পাঠাতে হয়। সকল সার্টিফি-কেটের ফটোকপি করার খরচ। সার্টিফিকেট সত্যায়িত করার জন্য বার বার গেজেটেড অফিসারের কাছে যেতে হয়। ফলে যাতায়াতে অনেক খরচ হয়। বেকার যুবকরা বললেন ঃ "তবু মনে আশা থাকে, এবারের চাকরিটা যদি হয়। কিন্তু আশা ভঙ্গ হয় বার বার। জেনারেল নলেজের অনেক বই মুখস্থ করেছি। একটির পর একটি দরখাস্ত করে চলেছি। অসংখ্যবার ফটোকপি করার ফলে পরীক্ষার সার্টিফিকেটগুলো মলিন হয়ে গেছে। তবু চাকরির সন্ধান নেই।" একজন বেকার যুবক প্রশ্ন রেখেছেন, "এত বড় নগরীতে অসংখ্য অফিস-দফতর, হাজার হাজার মানুষ এতে কাজ করছেন। এর কোন একটি অফিসে কি আমার জন্য ঠাঁই হবে না?

উপরের বেকার যুবকদের মত আরো হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক এই জনারণ্যে মিশে আছেন। এদের কেউ কেউ চাকরির আশায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লাইনে দাঁড়িয়ে নাম লেখাচ্ছেন। কেউ বিদেশে পাড়ি জমানোর আশায় পাসপোর্ট করার জন্য পাসপোর্ট অফিসে ভিড় জমাচ্ছেন। অনেকে বিদেশে যে কোন ধরনের কাজের আশায় ভিসার জন্য বিদেশী দূতাবাসের সামনে গিয়ে ধর্না দিচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ বিপন্ন বেকার যুবক এভাবেই একটি কাজ পাওয়ার আশায় ছুটে চলেছেন এখানে-সেখানে।